DEC. 12 2000

119

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ

আট বছরে নিহত ৬ আহত ৯৪৭ ■ অনির্ধারিত বন্ধ ৪৭৯ দিন ■ ক্ষতি সাড়ে ৩ কোটি টাকা ■ অস্ত্রের যোগানদাতা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সন্ত্রাসী গ্রুপ

অখিল পোদ্দার, *ইবি থেকে*

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে স্থানান্তরের পর গত আট বছরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষে ৬ জন নিহত এবং ৯৪৭ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন অভিভাবক ও বাঁকি ৫ জন ছাত্রনেতা। সংঘর্ষকালীন অন্তত ২৯ জন শিক্ষক, ২৭ জন কর্মকর্তা ও ৬০ জন কর্মচারী ছাত্র নেতাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ছাত্রশিবিরের ৪ জন, ছাত্রলীগের ১ জন রয়েছেন। ছোটবোনের ভর্তি পরীক্ষা দেখতে এসে ছাত্রশিবিরের হাতে খুন হয়েছে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার পৌর আওয়ামী লীগ নেতা ও পৌর কমিশনার আলী আযম। এ সকল সংঘর্ষের জের হিসাবে গত আট বছরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৪৭৯ দিন। ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয় ১ নবেম্বর ১৯৯২। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ২৪ দিন পর শিবির কর্তৃক একজন ছাত্রী লাঞ্ছনার জের ধরে ক্যাম্পাস সংলগ্ন হরিনারায়ণপুর গ্রামের মেস থেকে স্থানীয় একটি গ্রুপের হাতে ২৫ নবেম্বর রাতে নিহত হয় ছাত্র শিবিরের সাইফুল ইসলাম মামুন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় প্রথমবারের মতো ৪৮ দিন।

অতঃপর '৯৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। এর পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অশান্ত হতে থাকে। প্রতিশোধের অশান্ত আগুনে দগ্ধ ছাত্র সংগঠনগুলো হাতে তুলে নেয় আগ্নেয়াস্ত্র। একই সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নিষিদ্ধ ঘোষিত পার্টিগুলো ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মোটা টাকার বিনিময়ে অস্ত্র ব্যবসা শুরু করে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলেই বহিরাগত অস্ত্রধারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কখনও-কখনও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভারি আগ্নেয়াস্ত্র ভাড়ায় নিয়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডাররা।

'৯৫ সালের ২৮ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষার্থী ছোট বোনকে ক্যাম্পাসে নিয়ে এসে ছাত্র শিবির কর্তৃক খুন হয় পৌর কমিশনার আলী আযম। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ৫২ দিন বন্ধ থাকার পর ১৯ জুন থেকে পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। '৯৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফুটবল খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যকার সংঘর্ষে সাদ্দাম হোসনে হল ছাত্রশিবিরের প্রশিক্ষক আমিনুর রহমান নিহত হয়। বিশ্ববিদ্যালযয় অনির্ধারিত বন্ধ হয় ৩৯ দিনের। '৯৮ সালের ৯ আগষ্ট কুষ্টিয়া থেকে ক্যাম্পাসে যেতে চলন্ত বাস থেকে দ্রুতগামী ট্রাকের সামনে ফেলে দিলে ছাত্রলীগ নেতা খুরশীদ হাসান মামুন নিহত হয়। ছাত্রলীগ এটাকে শিবিরের চোরাগুপ্তা হামলা বলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। সর্বশেষ '৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যকার সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরের কর্মী মহসিন ও আল মামুন নিহত হয়। এ সংঘর্ষে আহত হয় দেড় শতাধিক। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় ৭৬ দিনের। বিভিন্ন সময়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এসব সংঘর্ষ হয়েছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির উভয় গ্রুপই তাদের দাপট দেখাতে সংঘাত সংঘর্ষ অব্যাহত রেখেছে।